০৭-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – তোমাদেরকে ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকতে হবে। মতের বিরোধিতা করা উচিৎ নয়। কোনো খারাপ অভ্যাস থাকলে, সেটা ত্যাগ কর, কাউকে দুঃখ দিও না।"

প্রশ্নঃ- জন্ম-জন্মান্তরের জন্য উঁচু পদ পাওয়ার জন্য নিজের ওপরে কোন করুণা অবশ্যই করতে হবে?

উত্তরঃ- নিজেকে অন্তর থেকে চেক করে যা কিছু খারাপ অভ্যাস রয়েছে, ক্রোধ ইত্যাদি বিকার রয়েছে, সেগুলোকে বের করে দেওয়া, ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকা, কেবল একজনের শ্রীমৎ অনুসারে চলা, মতের বিরোধিতা না করা, কোনো প্রকারের খারাপ কথাবার্তা না শোনা, না অন্যকে শোনানো - নিজের প্রতি এইসব করুণা করতে হবে। এর দ্বারাই জন্ম-জন্মান্তরের জন্য উঁচু পদের প্রাপ্তি হয়ে যায়। যে নিজের ওপরে দয়া করে না, সে ২১ জন্মের সুখের ওপরে রেখা টেনে দেয়।

গীতঃ- ওম্ নমো শিবায়...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা শিববাবার মহিমা শুনল। কারা এইরকম মহিমা করে এবং কারা এর অর্থ জানে? কেবল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অর্থাৎ নুতন মনুষ্য সৃষ্টির সম্প্রদায় যাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা আপন করেছেন অর্থাৎ জন্ম দিয়েছেন, তারাই এর অর্থ জানে। কারণ প্রথমে তারাই এই সৃষ্টিতে ব্রহ্মার দ্বারা জন্ম নেয়। যেমন তোমরা প্রথমে পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা জন্ম নিয়েছ। সুতরাং তিনি হলেন সকলের সহায়, সমগ্র দুনিয়ার সহায়। সকল দুঃখ তিনি দূর করেন। মনুষ্য খুব দুঃখী হয়ে গেছে। কারণ এটা হল কলিযুগের অন্তিম সময়। তাই এই সময়ে তিনি সকলকে সহায়তা প্রদান করেন। কিন্তু সাধারণ এবং বিশেষ বলে দুটো শব্দ রয়েছে। এই বিশেষত্ব ভারতের এবং তার মধ্যেও আবার বিশেষ করে যারা অনেক জন্মের অন্তিমে এসে মিলিত হয় অর্থাৎ যারা প্রথমে প্রথমে সৃষ্টিতে আসে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে তিনি কিভাবে এসে সকলের সহায় হন। ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু ভগবানকে তারা জানে না। যেহেতু ভগবানকে জানে না, তাই ভগবান যে নুতন ব্রাহ্মণ মুখ বংশাবলী রচনা করেন তাদেরকেও জানে না। পরমপিতা পরমাত্মা এসে যে প্রথমে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের রচনা করেন, সেটা কেউই জানে না। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম তো সত্যযুগে আছে। কিন্তু সঙ্গমযুগকে ভুলে গেছে কারণ গীতার ভগবানকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। সত্যযুগের আদি এবং কলিযুগের অন্তিমের সঙ্গমের কথা কেউই জানে না। গীতার ভগবানকেও জানে না। গীতা তো হল সকল শাস্ত্রের মাতা পিতা। এমন নয় যে কেবল ভারতের শাস্ত্র সমূহের মাতা পিতা। সারা দুনিয়াতে যত বড় বড় শাস্ত্র আছে, তাদের সবার মাতা পিতা। ভগবানুবাচ - আমি তোমাকে পুনরায় সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছি যেটাকে গীতা নাম দিয়ে দিয়েছে। তাই নিজেকেও বলতে হয় যে আমরা নুতন গীতা শুনছি। পুরাতন গীতা তো খন্ডন করা হয়েছে। ভগবান এখানে বসে তার মুখ কমলের দ্বারা স্বয়ং এটা শোনাচ্ছেন। তোমাদের বুদ্ধিতে পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার স্মরণ আসে। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, সকলের সহায়। কৃষ্ণকেও সকলের সহায় বলা যাবে না। ভগবান, অর্থাৎ এই সৃষ্টির রচয়িতা তো একজনই। কৃষ্ণ নিজেই হল তাঁর রচনা, বাগানের ফার্স্টক্লাস ফুল। পরমপিতা পরমাত্মাকে বাগানের মালিকও বলা হয়, আবার মাঝিও বলা হয়। মানুষ তো বুঝতে পারবে না যে তিনি কিভাবে মাঝি হন? কারণ তিনি এই অসার সংসার থেকে নিয়ে গিয়ে নুতন দুনিয়াতে পাঠিয়ে

দেন। এখানেই ফুলের বাগান তৈরি করেন। যেসকল বাচ্চারা ভক্ত হয়ে গেছে, তারা আসলে ভগবানের সন্তান ছিল। তাদেরকে মায়া দুঃখী বানিয়ে দিয়েছে। ভগবান তো কেবল একজন। তিনি অবশ্যই সকল ভক্তদেরকে সুখ দেবেন। কেউ যদি কাউকে সুখী করে, তাহলে তাকে স্মরণ করে। স্ত্রী স্বামীকে, অথবা বাচ্চা বাবাকে কিংবা বন্ধু বন্ধুকে স্মরণ করে। নিশ্চয়ই তিনি সুখ দিয়েছিলেন। ভাইয়ের থেকেও বন্ধু প্রিয় হয়, কারণ সে সুখ দেয়।সুতরাং, যে সুখ দেয় তাকেই স্মরণ করা হয়। এখন সমগ্র সৃষ্টির মানুষ ভক্ত হয়ে গেছে। মানুষেরই ৮৪ জন্মের গায়ন আছে। কুকুর বিড়ালের ক্ষেত্রে ৮৪ জন্ম বলা যাবে না। গায়ন আছে – আত্মা পরমাত্মা অনেক দিন আলাদা থেকেছে... এখন মিলন হচ্ছে। পরমপিতা পরমাত্মা সকল বাচ্চাদের মধ্যে আসেন, সভা অনুষ্ঠিত হয়। একটা হয় সুখের সভা, আরেকটা হয় দুঃখের সভা। সত্যযুগে সুখের সভা হয়। এখানে তো দুঃখের সভা আছে। কেউ মারা গেলে দুঃখের সভা হয়। আবার কোনো বড় ব্যক্তি মারা গেলে শোক প্রকাশের জন্য পতাকাকে নীচে করে দেয়। তাই এটা হল দুঃখের সভা। ভক্ত অনেক দুঃখী হয়ে গেলে ভগবানকে স্মরণ করে। কিন্তু তাকে একেবারেই জানে না। মুখে বলে যে তিনি জন্ম দিয়েছেন। কোনোদিনও তাঁকে জানবে না জানবে না? শেষে গাইতে থাকে ভগবান তোমার লীলা অপরমঅপার। মহিমা গাওয়া হয়েছে। তোমরা জানো যে বাবা না হলে সৃষ্টি চক্রের রহস্য কে বোঝাত? কে আমাদের চক্রবর্তী বানাত?

তোমরা এখন সঙ্গমে চিরকালের জন্য দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াস করছ। সঙ্গম যুগ বেশি বড় নয়। এটা হল আমাদের নতুন জন্ম। এটা হল ছোট একটা যুগ – আমাদের পুরুষার্থের জন্য। তুলনায় পরীক্ষা অনেক বড়। এর সাবজেক্টও সকল পরীক্ষার থেকে একেবারেই আলাদা। পাঁচ বিকারের উপরে বিজয় লাভ করতে হবে। অনেকেই বলে পবিত্র থাকা তো একেবারে অসম্ভব। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে মায়াকে পরাস্ত করা খুব কঠিন। মনে করে এমন ওস্তাদ লোক তো পাওয়া যাবে না। সন্ন্যাসীরাও বাড়ি ঘর ত্যাগ না করলে পবিত্র থাকতে পারে না। তো বাবা এই মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করবার যুক্তি বলে দেন। যেমন কল্প পূর্বেও শিখিয়েছিলেন । বাবা যখন শেখান, তখন তুমি ভক্ত থেকে জ্ঞানী হয়ে ওঠো। একেই ভারতের প্রাচীন জ্ঞান এবং রাজযোগ বলা হয়। একে দুনিয়ার কেউই জানে না। বাবা তোমাদের বোঝান যে এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় আর এই দেবতা ধর্মও লুপ্ত হয়ে যায়। ড্রামাতে এমনই রয়েছে। যখন প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, সৃষ্টি দুঃখী হয়ে যায়, তখনই তো ভগবান এসে পুনরায় স্থাপনা করেন। এটাও কারো জানা নেই যে কলিযুগের আয়ু কখন শেষ হয়। তোমরাই বাবাকে এবং এই ড্রামার আদি মধ্য অন্তকে জানো। দেখতেও কত সাধারণ তোমরা – কুব্জা, অহল্যারা আছে। কিন্তু নলেজ কত উঁচু। নিজের পুরো ৮৪ জন্মের চক্রকে তোমরা জানো। একটুও যদি কেউ স্মরণ করে তাও ভালো। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করবে আর উত্তর যদি দিতে না পারো, তবে বলবে যে আমরা এখন পড়ছি। এতে যে খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির, সে-ই ভালো ভাবে বোঝাতে পারবে। এতে অহংকার থাকা উচিত নয়। বলে দেওয়া উচিত – আমাদের বড় দিদি খুব ভালো বোঝাতে পারেন। আপনি একটু সময় বের করে আসুন, উনি আপনাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন। মনে করো কেউ এমন প্রশ্ন করল তো বুদ্ধিমান বোন বা ভাই-ও উত্তর দিতে পারল না, তখন বলতে হবে আমরা পড়ছি। শেষ সময় পর্যন্ত পড়তে থাকব। গুহ্য থেকে গুহ্য নলেজ শুনতে থাকব। এই পয়েন্ট এখনও আমাদের বোঝানো হয়নি। সে তো অবশ্যই এতদিন ধরে যা কিছু পড়েছ তাছাড়াও এমন অনেক গুহ্য পয়েন্ট এখনও রয়ে গেছে, যা ধীরে ধীরে শোনাতে থাকব। একদিনেই কি সব নলেজ পেয়ে যাওয়া যায়? এমনিতেও এখানে পড়াতে, যোগ লাগানোতে, নিজ সম বানানোতে সময় লাগে। বাবা প্রতিদিন সহজ করে বোঝান। ভগবান এক, সকলেই তাঁকে স্মরণ করে ভগবানই

হেভেন স্থাপন করেন, তো নিশ্চয়ই দেবতা বানানোর জন্য সঙ্গম যুগে রাজযোগ শেখাবেন। তো ম্যানার্সও তো সেই রকমই চাই। যখন পাপ খতম হবে তবেই তো বিজয় মালার দানা হবে। টাইম তো লাগবেই।

এ হল মনোহর সঙ্গমের মেলা। বোঝাতে হবে, সমগ্র দুনিয়ার মানুষ হল ভক্ত। সাধনা করে ভগবানের জন্য যে সেই পরমাত্মা এসে যেন সকলকে আবার নিয়ে যায়। মুক্তি জীবন মুক্তির জ্ঞান দেবেন, দেবতা ধর্মের স্থাপনা করবেন। সন্ন্যাসীরা তো মনে করে সুখ হল কাক বিষ্ঠা সমান। সে তো অবশ্যই এই দুনিয়ার সুখ তো এই রকমই। কিন্তু ভারতে কি কখনো সুখ ছিল না? সন্ন্যাসীরা তো পছন্দ করে মুক্তিকে। তারা কখনোই জীবনমুক্তির জ্ঞান প্রদান করতে পারবে না। ভগবানকেই এসে রাজযোগ শেখাতে হবে। সন্ন্যাসীরা শেখাবে না, কেননা তারা কখনোই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করে না। এখন সবাই বলেও যে সবাই একমত হোক। কিন্তু এই দুনিয়াতে তো একমত হওয়া সম্ভব নয়। নানা বিধ মত। মাতা পিতা, ভাই বোন, কাকা মামা ইত্যাদি সকলে অনেক মত দাতা। এখন তাদের মতে চলা যাবে না। এক এরই শ্রীমতে চলতে হবে। ভগবান এসে এক শ্রীমত দেন, তো তারপর এক মত-এরই রাজধানী হয়ে যায়। দেবী-দেবতারা সদৈব ক্ষীরখন্ড থাকেন। এখানে তো খুবই লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। শাস্ত্রেও রয়েছে যে কৌরব পান্ডব দিনের বেলায় লড়াই করত আর রাতে ক্ষীরখন্ড হয়ে যেত। এখানেও বাচ্চারা বোঝে আমাদের মধ্যে ক্রোধের অংশ এসে গেছে। বাবা আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। তো তোমাদেরও দেখা উচিত - সারাদিনে কাউকে দুঃখ দিইনি তো? কারো সাথে মতান্তরে তো লিপ্ত হয়ে যাইনি? কাউকে ইভিল কিছু বলিনি তো? যাতে কেউ দুঃখ পায়। ইভিল তো কখনও শোনা উচিত নয়। তেমন কিছু যদি দেখে বা শুনে থাকো, তবে বাবাকে বলে দেওয়া উচিত। বাবা-ই বাচ্চাদের সব কিছু বোঝান। নাহলে (খারাপ জিনিস দেখার বা শোনার) অভ্যাস পাক্কা হয়ে যায়। কারো কারো মধ্যে কোনো প্রকারের নোংরা অভ্যাস যদি থাকে, তবে তা ত্যাগ করা উচিত। নইলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাদশাহীর সামনে প্রজার চাকরকে গরীবই তো বলা হবে তাই না! এই মজদুররা কী? সেখানেও বাড়ি ঘর বানানোর লোক থাকবে তাই না! তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে কখনো লবণাক্ত (নুনজল বা লুনপানী) হওয়া উচিত নয়। ক্রোধ করা খুব খারাপ। জন্ম - জন্মান্তরের সুখের উপরে রেখা টানা হয়ে যায়। নিজের উপরে দয়া করতে থাকো। জ্ঞান মার্গে ম্যানার্স খুব ভালো হওয়া উচিত। পাঁচ ভূতকে ভাগাতে থাকো। বাবা শ্রীমত দেন, আর কী করবেন! অনেকে লেখেও যে বাবা আমার ক্রোধ চলে গেছে। বিড়ি ইত্যাদি খাওয়া খারাপ অভ্যাস চলে গেছে। তো তাহলে নিজের উপরেই দয়া করা হল তাই না! এখন হেভেনলি গড ফাদার স্বর্গের পদ প্রাপ্ত করানোর জন্য আমাদের পড়াচ্ছেন। একথা বুদ্ধিতে আসে? এই নেশা থাকা উচিত। যত স্মরণ করবে ততো খুশী হবে। যদিও ভগবানকে সকলে হয়ত জানে না, কিন্তু না জানলেও কল্যাণ তো সকলেরই হবে। সকলে এটা যদি জানতে পারে যে ভগবান এসে গেছেন তাহলে তো প্রচুর ভীড় হয়ে যাবে। পিঁপড়ের মতো এসে জড়ো হতে থাকবে, দেখাও করতে পারবে না। সেইজন্য নিয়ম মেনেই ড্রামা বানানো হয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : –

১) জ্ঞান এবং যোগ শিখে, ভক্ত থেকে জ্ঞানী আত্মা হতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে মায়াকে জয় করতে হবে। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

২) জ্ঞান মার্গে খুব ভালো ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। অনেক অনেক মধুর, নিরহংকারী হতে হবে। ইভিল জাতীয় কথাবার্তা বলবে না। কারো সাথে মতান্তরে যাবে না।

বরদান : – প্রত্যেক আত্মার প্রতি আত্মিক অটুট ভালোবাসা রেখে স্নেহ সম্পন্ন ব্যবহার করে সফলতার প্রতিমূর্তী হও

বাবার প্রতি যেমন অখন্ড, অটল ভালোবাসা রয়েছে, শ্রেষ্ঠ ভাবনা রয়েছে, নিশ্চয় রয়েছে, তেমনই ব্রাহ্মণ আত্মাদের প্রতিও আত্মিম স্নেহ যেন অটুট এবং অখন্ড থাকে। যার যেমনই সংস্কার হোক, চলন যেমনই হোক, কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মাদের সমগ্র কল্পে অটুট সম্বন্ধ রয়েছে। এটা হল ঈশ্বরীয় পরিবার, বাবা প্রতিটি আত্মাকে চয়ন করে ঈশ্বরীয় পরিবারে এনেছেন। এই স্মৃতি যদি থাকে তবে আত্মিক ভালোবাসা অটুট হওয়ার ফলে স্নেহ সম্পন্ন ব্যবহার হবে এবং সহজ সফলতামূর্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান : – অন্তর্মুখী সে যে যখন ইচ্ছা আওয়াজে আসবে আবার যখন ইচ্ছা আওয়াজের ঊর্ধ্বে হয়ে যাবে।